

ବାଂଲାଦେଶ



ଗେଜେଟ

ଅତିରିକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା

ତର୍ଫପକ୍ଷ କର୍ତ୍ତକ ପ୍ରକଳ୍ପିତ

ଦୋଷବାର, ଅଷ୍ଟୋବର ୧୨, ୧୯୯୮

ଗଣପଞ୍ଜାତୀୟ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର

ଶ୍ରୀ ଓ ଅନେକି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମହିଳାଙ୍ଗ

ଶାଖା-୧

ବାଂଲାଦେଶ ମହିଳାଙ୍ଗ

ପ୍ରଜାପନ

ତାରିଖ: ୧୭ ମେସନ୍‌ଦାରୀ ୧୯୯୮ ଇଂ/୫େ ଫାଲ୍ଗୁନ ୧୪୦୮ ବାର୍ଷା।

ଏହା, ଆର, ଓ ନଂ ୨୨—ଆଇନ/ଶ୍ରୀର/୩୧-୧/୩(୮)/୯୮—**Industrial Relations Ordinance 1969 (XXIII of 1969)** ଏର Section 37(2) ବିଧାନ ମୋତାବେକ
ସରକାର ହିତୀୟ ଶ୍ରୀ ଆମାଲାତ, ଚାକା ଏବଂ ନିୟବନ୍ଧିତ ମାନଲାଗମୁହେର ବାଯ ଓ ଶିକ୍ଷାତ୍ସ ଏତଥାରା ପ୍ରକାଶ
କରିଲ, ଯଥା:—

କ୍ରମିକ ନମ୍ବର	ମାନଲାଗ ନାମ	ନମ୍ବର/ବିଷୟ
୧	୨	୩
୧।	ମଜୁରୀ ପରିଶୋଧ ମୋକହମା ନଂ	୧୧/୯୫
୨।	ମଜୁରୀ ପରିଶୋଧ ମୋକହମା ନଂ	୧୯/୯୫
୩।	ମଜୁରୀ ପରିଶୋଧ ମୋକହମା ନଂ	୨୦/୯୫

(୮୭୯୭)

ମୁଲ୍ୟ : ଟାକା ୬.୦୦

১

২

৩

৪। কোজদারী মৌকদমা নং		২৩/৯৫
৫। মজুরী পরিশোধ মৌকদমা নং		২৪/৯৫
৬। মজুরী পরিশোধ মৌকদমা নং		৪৫/৯৫
৭। মজুরী পরিশোধ মৌকদমা নং		৪৬/৯৫
৮। মজুরী পরিশোধ মৌকদমা নং		৪৭/৯৫
৯। মজুরী পরিশোধ মৌকদমা নং		৪৮/৯৫
১০। মজুরী পরিশোধ মৌকদমা নং		৪৯/৯৫
১১। মজুরী পরিশোধ মৌকদমা নং		৫০/৯৫
১২। কোজদারী মৌকদমা নং		৫৮/৯৫
১৩। কোজদারী মৌকদমা নং		৫৯/৯৫
১৪। কোজদারী মৌকদমা নং		৬০/৯৫
১৫। কোজদারী মৌকদমা নং		৬১/৯৫
১৬। কোজদারী মৌকদমা নং		৬২/৯৫
১৭। অভিযোগ মৌকদমা নং		৫৭/৯৬
১৮। অভিযোগ মৌকদমা নং		৫৮/৯৬
১৯। অভিযোগ মৌকদমা নং		৬১/৯৬

রাষ্ট্রপতির আদেশজনসে
বীর সোহাগ সাহাওয়াত হোসেন
উপসচিব (খৃ)।

চোরিম্যানের ক্ষমালয়, হিতীয় শুন আদালত,
শুন ডবন (৭ম তলা)
৪নং রাজস্টক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং ১৯/৯৫

মি: আশিক আহমেদ মিস্ট্রী
পিতা মৃত-তরীব উদ্দিন মিস্ট্রী,
গ্রাম বাবনা গুলুর, পো: দারোগার হাট,
খানা সিরের সরাই, জিলা চট্টগ্রাম।
বয়লারম্যান,
টার ক্যামিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ,
আমতলী পোর, গেওরিয়া, ঢাকা —বাসী।

ব্যাপ

- (১) টার কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ,
আমতলী পোর, গেওরিয়া, ঢাকা।
- (২) আলহার মোহাম্মদ হোসেন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
টার ক্যামিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ,
কারখানা-আমতলী পোর (গেওরিয়া),
জেলা—ঢাকা, প্রধান অফিস,
৫৫, দিলক্ষ্মী বা/এ,
খানা-মতিবাল, ঢাকা—প্রতিপক্ষ/বিলাদীগণ।

আদেশের কথি

আদেশ নং ২৫;

তারিখ: ২৭শে জুলাই, ১৯৯৭ইং।

উভয় পক্ষ উপস্থিত আছেন। প্রথম পক্ষ আশিক আহমেদ মিস্ট্রী নামলাঠি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। তাহার জবাবদি প্রাপ্ত করা হইল। তিনি হিতীয় পক্ষের সহিত আপোষ মৌয়াংসা হওয়ার নামলাঠি প্রত্যাহার করিবার অনুমতির আবেদন করেন। কাজেই তাহাকে নামলাঠি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া গাইতে পারে। স্তরাঃ এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষ নামলাঠি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা গেল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চোরিম্যান
হিতীয় শুন আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, হিতীয় শ্রম আদালত,
প্রথম ডবন (৭ম তলা)
৮নং বাইজ্ঞাক এভিনিউ, ঢাকা।

সজুরী পরিশোধ সামগ্রী নং ১৯/৯৫

সুরি, হেল্পার, কার্ড নং ৪৪২,
পিতা জলিল বিশ্বাস,
ঠিকানা-৪৪, বধ মারাটক,
খানা সবুজবাগ, ঢাকা—বাদী।

বনাম

- (১) জনাব মোর্শেদ মঙ্গু,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
টিনা নিটিংজ লিঃ
৫৪/৮, পশ্চিম মারাটক,
খানা সবুজবাগ, ঢাকা।
- (২) জনাব সানোগার, প্রতাকশন স্যানজার,
টিনা নিটিংজ লিঃ,
৫৪/৮, পশ্চিম মারাটক,
খানা সবুজবাগ, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

আদেশের বিপি

আদেশ নং ২৪, তারিখ: ২০-৭-১৯৯৫।

বালম্বাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। হিতীয় পক্ষের নিযুক্তিয় আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম ও হিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য উনিলাব। গত ২২-৩-৯৭, ৫-৫-৯৭, ২২-৬-৯৭ ও ৩০-৬-৯৭ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতিবান হয় যে, প্রথম পক্ষ বালম্বাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে—বোকদম্বাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে খারিজ করা হইল।

নোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
হিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেমারম্যানের কার্যালয়, হিতৌর শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং বাইডেক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ২০/৯৫

আসনা, হেরোর, কার্ড নং ৪৫০,
পিঙ্ক নোঃ ইউনুফ নোঝা,
৪৪, সধ্য মাদারটেক,
খানা সবুজবাগ, ঢাকা—বাদী।

বনাম

- (১) জনাব মোর্শেদ মুঝ,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ঠিনা নিটিংহ লিঃ,
৫৪/৮, পশ্চিম মাদারটেক,
খানা সবুজবাগ, ঢাকা।
- (২) জনাব সালোয়ার,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
ঠিনা নিটিংহ লিঃ,
৫৪/৮, পশ্চিম মাদারটেক,
খানা সবুজবাগ, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কল্প

আদেশ নং ২৪, তারিখ : ০০-৭-৯৭।

যামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শনোর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। হিতৌর পক্ষ অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষগুলি ২-৩-৯৭, ৩-৫-৯৭, ৩০-৬-৯৭ ও ২০-৭-৯৭ ইং তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ যামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ :

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে যামলাটি খারিজ করা হইল।

নোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেমারম্যান
২০-৭-৯৮
হিতৌর শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, হিতৌয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নঃ রাজস্বক এভিনিউ ঢাকা।

কোঞ্জনানী নামলা নং ২৪/৯৫

আছনা, হেপার, কার্ড নং ৮০০,
পিতা নাম: ইউসুফ মোলা,
৮৮, স্বামী মাদারটেক,
খানা সবুজবাগ, ঢাকা—দ্বৰকান্তকানী।

বনাম

(১) অনাব মৌলেদ মুখু,
ব্যবসায়পনা পরিচালক, টিনা নিটিংস লিঃ,
৫৪/৮, পশ্চিম মাদারটেক,
খানা সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) অনাব সানোয়ার, প্রতীকশন ম্যানেজার,
টিনা নিটিংস লিঃ, ৫৪/৮, মাদারটেক,
খানা সবুজবাগ, ঢাকা—আগামী পঞ্জগণ।

আদেশ কথি

আদেশ নং ২৪, তারিখ : ২০-৭-৯৭।

বাদীনি অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ থেকে করেন নাই। আসামীগণের
নিয়ন্ত্রণ আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম ও আসামীগণের আইনজীবীর বক্তব্য
শুনিলাম। গত ২-৩-৯৭, ৩-৫-৯৭ ও ৩০-৬-৯৭ ইং তারিখ বাদীনি অনুপস্থিতি ছিলেন।
ইহাতে ইথাই প্রতীয়মান হয় যে, বাদীনি মামলাটি চালাইতে অসম্ভব। মুতুঃ এইক্ষণ;

আদেশ

হইল যে, বাদীনির অনুপস্থিতির কারণে আগামী নং (১) মোরশেদ মুখু, ও (২) সানোয়ারকে
কোঞ্জনানী কার্য বিধির ২৪১ ধারার আওতায় অত্য মানলাই অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি
প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জাবিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

নোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
হিতৌয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় প্রস আদালত
পুন ভবন (৭ম তলা),
৪ন্ড রাজগুক্র এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ২৪/৯৫

সুনি, হেলপার, কার্ড নং-৮৪২,
পিতা জলিল বিশ্বাস,
৪৪, পথ্য সামারচেক,
খানা সবুজবাগ, ঢাকা। দ্বরখাস্তকারী।

বর্ণনা

- (১) জনাব মোর্শেদ মঙ্গু,
বাবহাপনা পরিচালক, চিনা নিটিংস লিঃ,
৫৪/৮, পশ্চিম সামারচেক,
খানা সবুজবাগ, ঢাকা।
- (২) জনাব সাঠনোয়ার, প্রভাকশন স্যানেজার,
চিনা নিটিংস লিঃ,
৫৪/৮, পশ্চিম সামারচেক,
খানা সবুজবাগ, ঢাকা—আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৬, তারিখ : ২০-৭-৯৭।

বাদীনি অনপুর্তিত এবং কোন প্রকার পদমেৰে প্রহর করেন নাই। আসামীগণের নিযুক্ত
আইনজীবি হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেবিলাম ও আসামীগণের আইনজীবির বজ্রব শুনিলাম।
গত ২২-৬-৯৭ ও ৩০-৬-৯৭ ইং তারিখ বাদীনি অনপুর্তিত ছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়-
মান হয় যে, বাদীনি মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। স্বতরাং এইকপঃ।

আদেশ

ইহায়ে, বাদীনির অনপুর্তির কারণে আসামী নং (১) মোরশেদ মঙ্গু, ও (২) সাঠনোয়ারকে
ফৌজদারী কার্য বিষিল ২৪৭ বারার আওতায় অত মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি
প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জানিন নামান্দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

নোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় প্রস আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, বিত্তীয় শুম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৮নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মন্তব্য পরিশোধ মামলা নং ৪৫/৯৫

মোঃ বধিকুল ইসলাম, কার্ড নং-৩৯৮,
পিতোর নাম
ঠিকানা-২১৯৯, পূর্ব গোরান, রোড-৮,
ঢাকা-১২১—বাদী।

বনাম

- (১) জনাব মন্তুরুল বহুমান রাগকিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেগার্স ওবডাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাবী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।
- (২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
মেগার্স ওবডাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাবী ভবন, ২০৩/খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯ প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২১, তারিখ : ২৭-৭-৯৭।

প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদচেপ প্রহণ করেন নাই। তাহার আইনজীরি
আদালতে উপস্থিত। বিত্তীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। উভয় পক্ষের আইনজীবিগণের বক্তব্য
গুলিমাম। নথি দৃষ্টি দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ৩০-৯-৯৭, ৩০-৮-৯৭, ২৪-৫-৯৭,
২৫-১-৯৭ ও ২১-৭-৯৭ ইং তারিখেও অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয়
যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাশ্রয়। স্মৃতরাঙ এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিগ্রন্তি কারণে খারাপে খারিজ করা হইল।

মোঃ আবদুর রজিব
চেয়ারম্যান
বিত্তীয় শুম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, ছিতৌয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজডাক এভিনিউ, ঢাকা।

মঙ্গুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৬/৯৫

মোঃ হাসেম আলী, ফার্ড নং ৬২৮,
ঠিকানা ২১৯, পূর্ব গোড়ান,
রোড ৮, ঢাকা-১২১৯ — বাসী।

বনাম

- (১) জনাব মন্ত্রুরুল রহমান রাস্কিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২৪৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।
- (২) জনাব শাহীন জেনারেল ম্যানেজার,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষদল।

আদেশের কথি

আদেশ নং ২৫, তারিখ : ২৭-৭-৯৭।

উভয় পক্ষ উপস্থিত আছেন। প্রথম পক্ষের ২১-৭-৯৭ইঁ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহার
করার দরখাত পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ মোঃ হাসেম আলীর জবানবশি প্রহণ করা
হইল। তিনি মালিক পক্ষের গাহিত মীমাংসা হওয়ায় মামলাটি প্রত্যাহার করিবার আবেদন
আনান। কাজেই, তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাঁ
এইকপ;

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজাক
[চেয়ারম্যান]
ছিতৌয় শ্রম আদালত, ঢাক্কাম।

চেয়ারম্যানের বার্ষিকাবস্থা, হিতৌয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজস্থান এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৭/৯৫

মোঃ সফিকুল ইসলাম, কার্ড নং-৬১৮,
পিতার নাম
ঠিকানা ২১৯, পূর্ব গোরান, রোড-৮,
ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বর্ণনা

(১) জনাব মন্ত্রুল বহুনান রামকিন,
বাবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ওয়েভাসী এাপারেলস লিঃ,
বাবী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন, জেনারেল ন্যান্ডার,
মেসার্স ওয়েভাসী এাপারেলস লিঃ,
বাবী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কথি

আদেশ নং ২০, তারিখ: ২৭-৭-৯৭,

উভয় পক্ষ উপস্থিত আছেন। প্রথম পক্ষের ইং ২১-৭-৯৭ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের করার দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ মোঃ সফিকুল ইসলাম এর অবান-বলি প্রদান করা হইল। তিনি মালিক পক্ষের সহিত আগোধ মীমাংসা ইওয়ায় মামলাটি প্রত্যাহার করিবার আবেদন জানান। কাজেই, তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল বে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আকুর রাজস্থান
চেয়ারম্যান
হিতৌয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, বিত্তীয় শুম আদালত
শুম ভবন (৭ম তলা),
৪ম রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ নামালা নং ৪৮/৯৫

জনি, কার্ড নং-৬২৯,
পিতার নাম—
ঠিকানা ২১৯, পূর্ব গোরাম, সোড-৮,
ঢাকা।—বাবী।

বনাম

- (১) জনাব মন্ত্রীর রহমান রাস্কিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেগার্স ওরভাসী এণ্পারেলস লিঃ,
বাবী ভবন, ২০৩/সি, বিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।
- (২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
মেগার্স ওরভাসী এণ্পারেলস লিঃ,
বাবী ভবন, ২০৩/সি, বিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কথি

আদেশ নং ১৯, তারিখ: ২৭-৭-৯৭।

উভয় পক্ষ উপস্থিত আছেন। প্রথম পক্ষ জমি মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য আবেদন করেন। আমার জবাবদিল দ্রুত করা হইল। তিনি মালিক পক্ষের সহিত আপোষ মীমাংসা ইওয়ায় মামলাটি প্রত্যাহার করিবার আবেদন জানান। কাঞ্চি, তাঁকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া বাইতে পারে। সুতরাঃ এইরূপ:

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

যোঃ আবুর রাজতাৰ
চেয়ারম্যান
বিত্তীয় শুম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজশ্রেষ্ঠ এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৯/৯৫

মোঃ আকির, কার্ড নং ৬২৬,
ঠিকানা ২১৯, পূর্ব গোরান, রোড ৮,
ঢাকা-১২১৯—বাসী।

বনাম

- (১) অনাব মন্ত্রুর রহমান রাস্কিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ওরতাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন ২০৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।
- (২) অনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
বেঙার্সি ওরতাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখ: ২৭-৭-৯৭।

উভয় পক্ষ উপস্থিত আছেন। প্রথম পক্ষের ২১-৭-৯৭ইঁ, তারিখের মাখিবী মামলা
প্রত্যাহার করার দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ মোঃ আকিরের জবানবলি প্রদান
করা হইল। তিনি মালিক পক্ষের সহিত আপোয় মীমাংসা হওয়ার মামলাটি প্রত্যাহার করিবার
অ্যাবেনন জানান। কাজেই, তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।
সুতৰাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে— প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজজাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন(৭ম তলা),
৮নং রাজড়ক এভিনিউ, ঢাকা।

সম্মুখী পরিশোধ মামলা নং ৫০/৯৫

মোঃ জলিল, কার্ড নং ৬১৯,
ঠিকানা ২১৯, পূর্ব গোরান,
রোড ৮, ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনাম

- (১) অনাব বন্দুকেল রহমান, বাসকিম,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেগার্স ওর্ডাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।
- (২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
মেগার্স ওর্ডাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
২০৩/সি, খিলগাঁও, বাকী ভবন,
ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কথি

আদেশ নং ২০, তারিখ: ২৭-৭-৯৭।

উভয় পক্ষ উপস্থিত আছেন। প্রথম পক্ষের ২১-৭-৯৭ইঁ তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহার করার সন্ধান পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ মোঃ জলিলের আরানবিল্ড গ্রহণ করা হইল। তিনি মালিক পক্ষের সাহিত আপোষ মীমাংসা হওয়ায় মালাটি প্রত্যাহার করিবার আবেদন আনান। কাজেই, তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজজ্বাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, হিতীয় শ্রম আদালত
শহুর ভবন (৭ম তলা)
৪ম, রাষ্ট্রিক এভিনিউ, ঢাকা।
ফোজদারী নামলা নং ৫৮/৯৫
মোঃ আকিব, কার্ড নং-৬২৬,
ঠিকানা-২১৯, পূর্ব গোরান, লোড-৮,
ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনান

- (১) শহুর রহমান রাস্কিন,
বাবস্থাপনা পরিচালক,
মেগার্স ওর্ডাসী এপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।
- (২) অনাব শাহীন, জেমারেল মাসেজার,
মেগার্স ওর্ডাসী এপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯—আগামী পঞ্চাশ।

আন্দেশের বিপি

আন্দেশ নং ২৩, তারিখ: ০০-৭-১৭।

বাদীকে তাহার দরখাস্তে বণিত প্রাপ্ত গর্বমোট ১৮,২০০ টাকা নির্ধারিত সময়ে প্রদান না করায় তৎকর্তৃক ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধরা মোতাবেক আগামীগণকে দণ্ডিত করার প্রার্ণনায় অত্য দরখাস্ত করা হইয়াছে।

আগামীগণ ফোজদারী কার্য বিধির ২৪১ (অ) ধরা মোতাবেক তাঁদিগকে অত্য মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় যে দাবীকৃত টাকা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২১ ধরা মোতাবেক Bonafide dispute বিহীন বিবায় অত্য মামলা চলিতে পারে না। কাবেই, ফোজদারী কার্য বিধির ২৪১ (এ) ধরায় আগামীগণ অব্যাহতি প্রাপ্তযোগ্য।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শুব্দ করা হইল এবং নথি পর্যালোচনা করা গেল। বাদী তাহার দাবী সংজ্ঞাতে কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই এবং কোন কাগজ পত্র তলব করার নিষিদ্ধ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। এসত্বাবস্থা বাদী অত্য মামলাটি প্রমাণ অরিবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দাখিলে বার্থ হওয়ায় আগামীগণকে ফোজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধরার আওতায় অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে। স্তরাঃ এইরূপ;

আন্দেশ

হইল যে, আগামী নং (১) শহুর রহমান রাস্কিন, ও (২) শাহীনকে ফোজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধরায় অভিতায় অত্য মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাঁদিগকে আমিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আবদুর রাজেশ্বর
চেয়ারম্যান
হিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারমানের কার্যালয়, হিতৌয় শ্রম আদালত

শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

কোজনারী সামলা নং ৫৯/৯৫

জনি, কার্ড নং ৬২৯,
ঠিকানা-২১৯, পূর্ব গোরাম,
রোড-৮, ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মন্ত্রুলুর বহমান রাস্কিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেগার্স ওর্ডাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাবী ভবন, ২৩৩/গি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন,
জেনারেল সালেজার,
মেগার্স ওর্ডাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাবী ভবন, ২৪৩/গি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯—আসামীপঙ্ক।

আদেশের কলি

আদেশ নং ২১, তারিখ: ৩০-৭-১৯৭।

বাদীকে তাহার দরখাস্তে বিনিত প্রাপ্ত সর্বমোট ১৯,৭০০ টাকা নির্ধারিত শব্দে প্রবান না
করার তৎক্ষণাত্তে ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ বাবা মোতাবেক আসামীগনকে
দণ্ডিত করার প্রার্থনার অন্ত দরখাস্ত করা হইয়াছে।

আসামীগন ফোজনারী কার্য বিবির ২৪১(এ) ধারা মোতাবেক তাহাদিগকে অন্ত সামলাৰ
অভিযোগেৰ দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানেৰ অন্ত দরখাস্ত দিয়াছেন। দরখাস্তে উল্লেখ কৰা হয়ে,
দাবীকৃত টোকা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনেৰ ২১ বাবা মোতাবেক Bonafide
dispute রহিয়াছে বিধায় অন্ত সামলা চলিতে পাকে না। কাজেই, ফোজনারী কার্য
বিবির ২৪১(এ) ধারার আসামীগন অব্যাহতি প্রদানে প্রাপ্তিধোগ্য।

উত্তৰ পক্ষের বিজ্ঞ-আইনঘৰীবিগনেৰ বক্তব্য শ্ৰবণ কৰা হইল এবং নথি পৰ্যালোচনা
কৰা গৈল। বাদী তাহার দাবী সংজ্ঞান্ত কোন বাগজপতা দাখিল কৰেন নাই এবং কোন
কাগজপত্র তলব কৰার নিমিত্ত কোন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰেন নাই। এমতাৰহায়, বাদী অন্ত
সামলাটি প্রমান কৰিবাৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় বাগজ পত্ৰ দাখিলে ব্যাখ্য হওয়ায় আসামীগনকে
ফোজনারী কার্য বিবির ২৪১(এ) ধারাৰ আওতায় অব্যাহতি প্রদান কৰা যাইতে পাৰে।
স্বত্বাং এইগোপ;

আদেশ

হইল যে, আসামী (১) মন্ত্রুলুর বহমান রাস্কিন ও (২) শাহীনকে ফোজনারী কার্য বিবির
২৪১(এ) ধারাৰ আওতায় অন্ত সামলাৰ অভিযোগেৰ দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান কৰা হইল।
তাহাদিগকে আমিন নামৰ দায় হইতে মুক্ত কৰা গৈল।

নো: আবদুর রাজজ্বাক
চেয়ারম্যান
হিতৌয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, বিত্তীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজটক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৬০/৯৫

মো: শফিকুল ইসলাম, কার্ড নং-৬১৮,
ঠিকানা-২১৯, পূর্ব গোরান,
ডোক-৮, ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনাম

- (১) জনাব মঙ্গুর রহমান রামকিন,
ব্যবসায়গুলি পরিচালক,
মেসার্স ওভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/গি, বিজগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।
- (২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
মেসার্স ওভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/গি, বিজগাঁও,
ঢাকা-১২১৯—আগামীগণ।

আদেশের কথি

আদেশ নং ২১, তারিখ: ৩০-৭-৯৭।

বাদীকে তাহার দরখাস্তে বণিত প্রাপ্ত সর্বমোট ১৪,২০০'০০ টাকা নির্ধারিত সময়ে প্রদান না করায় তৎকর্তৃক ১৯৩৬ সালের মঙ্গুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারা মোতাবেক আগামীগণকে দণ্ডিত করার প্রার্থনায় অত্র দরখাস্ত করা হইয়াছে।

আগামীগণ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(এ) ধারা মোতাবেক তাহাদিগকে অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দরখাস্ত উল্লেখ করা হয় যে, দাবীকৃত টাকা ১৯৩৬ সালের মঙ্গুরী পরিশোধ আইনের ২১ ধারা মোতাবেক Bonafide dispute রহিয়াছে বিধায় অত্র মামলা চলিতে পারে নাই। কাজেই, ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারায় আগামীগণ অব্যাহতি প্রাপ্তিযোগ্য।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীরগণের বক্ষণ্য শুব্লগ করা হইল এবং নথি পর্যালোচনা করা লেগ। বাদী তাহার দায়ী সংজ্ঞাতে কোন কাগজ পত্র দাখিল করেন নাই এবং কোন কাগজ পত্র তজব করার নিমিত্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। এসত বস্ত্রায়, বাদী অত্র মামলাটি প্রদান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলে ব্যর্থ হওয়ায় আগামীগণকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারায় আওতায় অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে। স্বতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, আগামী (১) মঙ্গুর রহমান রামকিন, ও (২) শাহীনকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মো: আব্দুর রাজজাক
চেয়ারম্যান
বিত্তীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, ছিতীয় শ্রম আদালত

শ্রম ভবন (৭ম তলা)

৪নং রাষ্ট্রপ্রকল্প এভিনিউ, ঢাকা

ফৌজদারী মামলা নং ৬১/৯৫

মোঃ রফিকুল, কার্ড নং-৩৯৮,

ঠিকানা-২১৯, পূর্ব গোরাম, রোড-৮,

ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মশুরুর রহমান রাস্কিন,

ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,

বাকী ভবন, ২০৩/খিলগাঁও,

ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন, ফেনারেল ম্যানেজার,

মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,

বাকী ভবন, ২০৩/সি খিলগাঁও,

ঢাকা-১২১৯—আসামীপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২২, তারিখ ৩০-০৭-৯৭।

বাদীকে তাহার দরখাস্তে বাধিত প্রাপ্ত সর্বমোট ৩,৬৫০.০০ টাকা নির্ধারিত সময় প্রদান না করায় তৎক্ষণাৎ ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারা মোতাবেক আসামীগণকে দণ্ডিত করার প্রাথমিক অত্য দরখাস্ত করা হইয়াছে।

আসামীগণ ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারা মোতাবেক তাহাদিগকে অত্য মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় যে, দাবীকৃত টাকা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২১ ধারা মোতাবেক Bonafide dispute রহিয়াছে বিধায় অত্য মামলা চলিতে পারে না। কাজেই, ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারায় আসামীগণ অব্যাহতি প্রাপ্তিবোগ্য।

উভয় পক্ষের বিষ্ণু আইনজীবীগণের বক্তব্য শুব্দ করা হইয়াছে এবং নথি পর্যালোচনা করা গেল। বাদী তাহার দাবী সংজ্ঞান্তি কোন কাগজ পত্র দাখিল করেন নাই এবং কোন কাগজপত্র তলব করার নিষিদ্ধ কোন পদক্ষেপ প্রাপ্ত করেন নাই। এমতাবস্থায়, বাদী অত্য মামলাটি প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ায় আসামীগণকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে। সুতরাঃ এইকপ;

আদেশ

হইল যে, আসামী(১) মশুরুর রহমান রাস্কিন, ও (২) শাহীনকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় অত্য মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে ভার্মিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আবদুর রাজজাক

চেয়ারম্যান

ছিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, ছিতৌরা শ্রম আওতালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাষ্ট্রীয় এভিনিউ, ঢাকা।

ফোজদারী সামলা নং ৬২/৯৫

নোঃ হাসেম আলী, কার্ড নং-৬২৮,
ঠিকানা-২১৯, পূর্ব ঘোরাব, রোড-৮,
ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বন্দোবস্ত

- (১) জনাব মঙ্গুজুর রহমান নাসিরিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মের্সিস ওডভার্স এ্যাপারেলস লিঃ,
বাবী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।
- (২) জনাব শাহীন, জেনারেল ন্যাশনাল
ওডভার্স এ্যাপারেলস লিঃ,
বাবী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯—আসামীগণগণ।

আদেশের কথি

আদেশ নং ২০, তারিখ: ৩০-৭-১৯৭১।

বাদীকে তাহার দরখাস্তে বণিত প্রাপ্য সর্বমোট ১৯,৭০০' ০০ টাকা নির্ধারিত সময়ে প্রদান না করার তৎকর্তৃক ১৯৩৬ সনের মঙ্গুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারা মোতাবেক আসামীগণকে দণ্ডিত করার প্রাপ্যনাম অতি দরখাস্ত করা হইয়াছে।

উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আসামীগণের বিকাকে উপরে বণিত ধারার অভিযোগ গঠন করা হয়। তাহারা নির্বীয় দাবী করেন এবং বিচার প্রার্থনা জানান। ইহা ব্যতিরেকেও আসামীগণকে ফোজদারী কার্যবিভিন্ন ৩৪২ ধারার আওতায় অতি আওতালত কর্তৃক পরীক্ষা কালে তাহারা নির্বীয় দাবী করেন।

বিচার্য বিষয়

আসামীগণ ১৯৩৬ সনের মঙ্গুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন কিমা এবং করিয়া খাকিলে কে কি পরিমাণ শাস্তি পাইবার উপযোগী?

আলোচনা ও শিক্ষাস্ত

বাদী পি. ডিব্রু-১ হিসাবে তাহার আক্ষয় দিয়াছেন। তিনি তাহার সাফে এই মর্মে বক্তব্য করেন যে, তাহার দাবী সংক্রান্ত কোন কাগজ পত্র নাই এবং তিনি আরও বলেন যে, তাহার দাবী সংক্রান্ত বোনাফাইড ডিসপিউট (Bonafide dispute) খাকিলে খাকিলেও পারে। আসামীগণ তাহাকে জেরা করিতে অস্বীকৃত জাপন করেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, বাদী আসামীগণের বিকাকে আনিত অভিযোগ প্রদানের নিমিত্ত কোন কাগজ পত্র দাখিল করেন নাই এবং তাহার প্রাপ্য দাবী সংক্রান্ত কাগজ পত্র তলব করেন নাই। কাজেই, আসামী গণ যে বাদীর দাবীকৃত পাইনা পরিশোধে ১৯৩৬ সালের মঙ্গুরী পরিশোধ আইনের ৫ ধারা লংঘন করিয়াছেন ইহা বাদী প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। গুরুতর এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, আসামী নং(১) মুক্তজুরুল বহযান প্রাপকিন, ও (২) শাহীনকে ১৯৩৬ সনের
মজরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারার অধীনে আমিনত অভিযোগ হইতে বালাগ প্রদান করা
হইল। তাহাদিগকে তাহাদের জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা পেল।

মো: আবদুর রাজজাক
চেয়ারম্যান
ছিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, ছিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৫৭/৯৬

অহিকল ইংগলাম, কার্ড নং-৩২,
স্থায়ী এবং বর্তমান ঠিকানা:
পুষ্পকে আজগুর নাটোর,
সুফিয়া নগর, (পানির টাংকির নিকটে),
রোড নং-৬, সেক্টর-৯,
আবদুল্লাহ পুর, উত্তরা, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বলাম

- (১) চেয়ারম্যান এবং এম, ডি,
প্রমল নীট ওয়ার ক্যান্টোরী লিঃ,
হেড অফিস-১৩৯, সত্তিখিল বা/এ,
(৮ম ও ১৪ তলা), ধানা-সত্তিখিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।
- (২) জেনারেল ম্যানেজার,
প্রমল নীট ওয়ার ক্যান্টোরী লিঃ,
ক্যান্টোরী, পুটি নং-৪৭,
সেক্টর-৭, সোনারগাঁও, জনপদ,
ধানা-উত্তরা, ঢাকা—ছিতীয় পক্ষ।

আদেশের বাবি

আদেশ নং ৬, তারিখ: ২৩-৭-১৯৭৫

প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। ডাকাতাকি করিয়া
আদালতে পাওয়া গেল না। ছিতীয় পক্ষের নিয়ুক্তীর আইনজীবী জনাব আবদুল কুকুর উপস্থিত
মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ ও শুমিক পক্ষের সদস্য জনাব প্রতাপ
উদ্দিন আহামদ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের

দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। নথি দেখিলাম ও ছিতৌর পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। দরখাস্তের বক্তব্য মোতাবেক নালিশের বিষয় আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি হইয়া। গিয়াছে বিশেষ প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। সদস্যগণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারাও একনত পোষণ করেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজজাক
চেয়ারম্যান
ছিতৌর শুম আদালত, চাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, ছিতৌর শুম আদালত
শুম ভবন (৭ম তলা),
৮নং রাঘড়ক এভিনিউ, চাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৫৮/৯৬

এমামুল হক, কার্ড নং-৭,
হায়ী ও বর্তমান ঠিকানা :
প্রয়ত্নে : আজার মাষ্টার,
সুফিয়া মহল (পানির ট্যাংকির নিকটে),
আবদুরাহমান, উত্তরা, রোড-৬, সেক্টর-৯,
চাকা—প্রথম পক্ষ

বনাম

- (১) চেয়ারম্যান এও এম, ডি
পল্যান নৌট ওয়ার ফ্যাট্রী লিঃ,
হেড অফিস-১৩৯, মতিঝিল বা/এ,
(৮ম ও ১৪ তলা), ধানা-মতিঝিল বা/এ,
চাকা-১০০০।
- (২) ধেনারেল ম্যানেজার,
পল্যান নৌট ওয়ার ফ্যাট্রী লিঃ,
ফ্যাক্টরী : প্লট নং-৪৭,
সেকশন-৭, সোনারগাঁও, জনপদ,
ধানা উত্তরা, চাকা—ছিতৌর পক্ষ।

আদেশ কলি

আদেশ নং ৭, তারিখ: ২৩-৭-৯৭।

প্রথমপক্ষ অনুপস্থিত। তাহার আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। ডাক্তারিক করিয়া আদালতে পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী জনাব আবদুল কুদুর উপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী হেদায়েত উলাহ ও শুধিক পক্ষের সদস্য জনাব প্রতাব উদ্দিন আহাম্মদ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। নথি দেখিলাম ও দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। দরখাতের বক্তব্য মোতাবেক নালিশের বিষয় আদালতের বাহিনী নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে বিধায় প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। সদস্যগণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারাও একমত পোষণ করেন। সুতরাঃ এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজজান
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শুন আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শুন আদালত
শুন তখন (৭ম তলা),
৪ নং নাইটক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং-৬১/৯৬

নারায়ণ কুমার সাহা, কার্ড নং-৯১,
শান্তি এবং বর্তমান ঠিকানা :
প্রথমে : আকতার মাঈবুর,
সুফিয়া মহল (পানির ট্যাক্সির নিকটে),
আবদুস্মাপুর, উত্তরা, রোড নং-৬,
গোকুল নং, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

- (১) চেয়ারম্যান এবং এম, ডি,
পলম্প নিট ওয়ার ফ্যাটেরী লিঃ,
হেড অফিস : ১৩৯, মতিঝিল বা/এ,
(৪৭ এও ১৩ তম ফ্লোর),
খানা মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০।

(২) জেনারেল ম্যানেজার,
পলম্ব নিট ওয়ার ফ্যাট্রু লিঃ,
ফ্যাট্রু : প্লট নং-৪৭, সেকশন-৭, হোনারগাঁও, অনগ্রথ,
খানা উত্তরা, ঢাকা—ছিতৌয় পক্ষ।

আদেশ কপি

আদেশ নং-৬, তারিখ : ২৩-৭-৯৭।

শুধুম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। ডাক্তারিক করিয়া
আদালতে পাওয়া গেল না। ছিতৌয় পক্ষের আইনজীবী জনাব আবদুল কুদ্দুস উপস্থিত।
মালিক পক্ষের সন্দয় জনাব কাজী হেমায়েত উরাহ ও শুমিক পক্ষের সন্দয় জনাব প্রতাপ উকুন
আহাম্বদ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথমপক্ষের দাবিলা
মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। নথি দেখিলাম। ছিতৌয়
পক্ষের আইনজীবীর বজব্য শুনিলাম। দরখাস্তে বজবা মোতাবেক নালিশের বিষয় আলাদাতের
বাহিবে নিপত্তি হইয়া গিয়াছে বিধায় প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান
করা যাইতে পারে। সন্দয়গণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারাও একমত পোগষ
করেন। স্বতরাং এইরূপ :

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

যোঃ আবদুল কাজীজাক
চেয়ারম্যান
ছিতৌয় শুম আদালত, ঢাকা।